প্রতিপক্ষের হামলা, বাড়ীঘর ভাংচুর, লুটপাট

তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র ঝিনাইদহে প্রতিপক্ষের বাড়ীঘরে হামলা চালিয়ে ভাংচুর ও লুটপাট করার অভিযোগ উঠেছে। শনিবার রাতে সদর উপজেলার চাপড়ী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় আহত হয়েছে ৩ জন।

পুলিশ ও এলাকাবাসী জানায়, গত শুক্রবার রাতে পার্শবর্তী কংশি গ্রামের কিছুব্যক্তি মাইক্রোবাস যোগে চাপড়ী গ্রাম হয়ে শহরে যাচ্ছিল। এসময় চাপড়ী গ্রামের কয়েকজন ব্যক্তি চোর সন্দেহে গাড়ীর গতিরোধ করে।

পরে তাদের মাঝে হাতা-হাতি হয়। বিষয়টি তখন স্থানীয়রা মিটিয়ে দিলেও গেল রাতে কংশি গ্রামের লোকজন চাপড়ী গ্রামে এসে হামলা চালায়। এসময় তারা ওই গ্রামের মালেক, আলাউদ্দিন, বাদশা, আফজাল হোসেন, হাসান মিয়া, আয়ুব হোসেনের বাড়ীসহ ১০ টি বাড়ী ও ২ টি দোকানে হামলা চালিয়ে ভাংচুর ও লুটপাট করে। এতে নারীসহ ৩ জন আহত হয়।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি এমদাদুল হক বলেন, খবর পেয়ে সদর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে। পুনরায় সংঘর্ষ এড়াতে এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে স্টুডেন্টস কাউন্সিল

নির্বাচন অনুষ্ঠিত

ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ঝিনাইদহের বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্টুডেন্ট্স কাউন্সিল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার সকাল ৯টা থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হয়ে চলে দুপুর ১টা পর্যন্ত।

শহরের খান এ খোদা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা যায়, লাইনে দাঁড়িয়ে ক্ষুদে ভোটাররা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করছে।

শিশুদের মাঝে গণতন্ত্র চর্চার বিকাশে এই উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলে জানান জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা। জেলার ৯’শ ৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

প্রত্যেক বিদ্যালয়ে পানিসম্পদ মন্ত্রী, আপ্যায়ন মন্ত্রী, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মন্ত্রী, পাঠ্যপুস্তক মন্ত্রীসহ ৭টি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কয়েকজন শিক্ষার্থী।

ঝিনাইদহে অন্ত:স্বত্তা স্ত্রীকে পুড়িয়ে হত্যা, স্বামী গ্রেফতার

ঝিনাইদহ শহরের পুরাতন হাটখোলা এলাকায় মুন্নী আক্তার পিংকী (২৫) নামের অন্ত:স্বত্তা স্ত্রীকে পুড়িয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে স্বামী সোহরাব হোসেন সৌরভের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় স্বামীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শনিবার রাতে ঢাকার শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

নিহতের মা কাজল বেগম জানান, ঝিনাইদহ শহরের পুরাতন হাটখোলার পিংকিকে বিয়ের প্রলোভন দিয়ে বিভিন্ন সময় তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধর্ষন করতো সৌরভ। গত ৯ সেপ্টেম্বর মেয়ের বাড়িতে তার ইচ্ছার

বিরুদ্ধে জোর পূর্বক ধর্ষন করে। এ ঘটনায় পিকিং ঝিনাইদহ সদর থানায় মামলা করলে পুলিশ সৌরভকে গ্রেফতার করে। পরে মিমাংসার পর সৌরভ পিংকি বিয়ে করে। বিয়ের পর থেকে সৌরভের পরিবার পিংকিকে মেনে নিচ্ছিল না। এমনকি ছাড়াছাড়ি করার জন্য প্রায়ই মারধর করতো।

এরই জের ধরে গত ১৬ ফেব্রুয়ারি পিংকির বাড়ি এসে ২ হাজার টাকা চাই সৌরভ। পিংকি টাকা দিতে অ-স্বীকার করলে মারপিট করে কেরোসিন ঢেলে গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। তাকে উদ্ধার করে প্রথমে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে ঢাকার শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়। সেখানে শনিবার রাতে পিংকি মারা যায়। এ ঘটনায় নিহতের মা কাজল বেগম থানায় মামলা করলে পুলিশ সৌরভকে গ্রেফতার করেছে।

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহের পুলিশ সুপার হাসানুজ্জামান জানান, পারিবারিক কলজের জের ধরে এ ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিক ভাবে ধারনা করা হচ্ছে। সৌরভ হোসেনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

সরকারী অর্থায়নে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ফ্রীল্যান্সিং ট্রেনিং

বর্তমান সরকার দেশকে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে বিভিন্নভাবে কাজ করে চলছে। এরই ধারাবাহিকতায় সরকারের আইসিটি ডিভিশনের আয়োজনে ‘লার্নিং এন্ড আর্নিং ডেভলপমেন্ট প্রজেক্ট’ চালু হয়েছে।

এই প্রজেক্ট এর আওতায় মেহেরপুর জেলায় ওয়েব ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট, গ্রাফিক্স ডিজাইন এবং ডিজিটাল মার্কেটিং কোর্সের রেজিস্ট্রেশন চলছে।

আমাদের দেশের তরুণ সম্প্রদায়কে আউটসোর্সিং বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি করে মানবসম্পদে রুপান্তর করাই ৫০ দিনব্যাপি এই প্রকল্পের মূল

উদ্দেশ্য।

এই লক্ষ্যে একযোগে দেশব্যাপী প্রশিক্ষণার্থীদের অনলাইন রেজিস্ট্রেশন ও প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনের জন্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অনলাইন রেজিস্ট্রেশন এর জন্য লিংক: http://ledp.ictd.gov.bd/registration

শিশুদের মানসিক বিকাশে হাতের লেখার গুরুত্ব অপরিসীম- ইউএনও

কুমারখালী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রাজিবুল ইসলাম খান বলেছেন, সুন্দর হাতের লেখা সৃজনশীলতার পরিচয় দেয়। আবার হাতের লেখা পরিস্কার হলে তা পড়তেও সুবিধা। তাই সুন্দর হাতের লেখার জন্য ছোটবেলা থেকেই সন্তানকে উৎসাহিত করা উচিৎ।

গতকাল শনিবার বিকেলে কুমারখালীতে সাংবাদিক কাঙ্গাল হরিনাথ স্মৃতি জাদুঘরে শিশু কিশোরদের সুন্দর বাংলা হাতের লেখার প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন।

তিনি বলেন, একটা সময় ছিলো যখন পরীক্ষায় সুন্দর হাতের লেখার জন্য নম্বর সংযুক্ত করতেন শিক্ষকরা। আর এখন যুগ পাল্টেছে, এখন সবার ঘরে ঘরে ল্যাপটপ, হাতে মুঠোফোন বা ট্যাব। তাই বর্তমান সময়ে প্রযুক্তির উন্নতির কারণে মানুষের হাতে-কলমে লেখার অভ্যাসটা কমে যাচ্ছে। তাই বেশিবেশি করে সুন্দ হাতের লেখা চর্চার উপর গুরুত্ব দিতে হবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, শিশুদের মানসিক বিকাশে হাতের লেখার গুরুত্ব অপরিসীম। তাই অভিভাবকদের উচিৎ তাদের শিশুকে সুন্দর করে হাতের লেখা শিখতে উৎসাহিত করা।

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২০ উদযাপন উপলক্ষে সাংবাদিক কাঙ্গাল হরিনাথ স্মৃতি জাদুঘর এ সুন্দর বাংলা হাতের লেখার প্রতিযোগিতার আয়োজন করে।

প্রতিযোগীতা শেষে পুরস্কার তুলে দেন কুমারখালী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রাজিবুল ইসলাম খান।
সাংবাদিক কাঙ্গাল হরিনাথ স্মৃতি জাদুঘরের সহকারী পচিালক সৈয়দ এহসানুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কুষ্টিয়া সরকারী মহিলা কলেজের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল শিশির কুমার রায়, কুমারখালী সরকারী কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক জিল্লুর রহমান বিশ্বাস, স্থানীয় কাউন্সিলর এমএ রফিকসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

শিশু কিশোরদের সুন্দর বাংলা হাতের লেখার প্রতিযোগিতায় দেড়শতাধিক শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে।

সড়ক দুর্ঘটনায় আক্তারুলের মৃত্যু নাকি পরিকল্পিত হত্যা

কাছে ছিল দইয়ের ভাড়, সেটি ভাঙেনি, অক্ষত ছিল মিষ্টির প্যাকেট ও মাছের ব্যাগও। কিন্তু এই সামগ্রি গুলোর মালিক আক্তারুল ইসলাম সড়ক দুর্ঘটনায় মাথা থেতলিয়ে মারা গেলেন। আক্তারুলের দুই সহযাত্রীও অক্ষত ছিলেন। ঘটনার পর থেকে তারাও আত্মগোপনে ছিলেন তাদের বহনকারী গম মাড়াইকরা হুপার নিয়ে।

এ ধরণের একটি ঘটনা পাঠকদের মনে নানা প্রশ্ন তৈরি করবে? পাঠকরা ভালভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করবেন এটি নিছকই দুর্ঘটনা নাকি হত্যা?

পুলিশ এটিকে সড়ক দুর্ঘটনা বলে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিলেও নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে সিআইডিকে পুন:তদন্ত দেওয়ার দাবি করে আদালতে আবেদন করা হয়েছে।

নিহতের পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, আক্তারুলের দুই সহযাত্রী কামাল হোসেন ও বাহারুল ইসলাম পরিকল্পিতভাবে তাকে ধাক্কা দিয়ে গম মাড়াইকরা হপারের নিচে ফেলে দিয়েছে। আর হপারের চাকার নিচে মাথা পড়ে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়েছে।
ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, ২০১৯ সালের ৫ অক্টোবর ঘটনাটি ঘটে

মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার বাওট গ্রামের আব্দুল গনি ডিগ্রী কলেজের কাছে। সে সময় অজ্ঞাত ট্রাকের ধাক্কায় আক্তারুলের মৃত্যু হয় বলে প্রচার করা হয় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা সহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। এ বিষয়ে একটি মামলাও হয় অজ্ঞাত ট্রাক চালকের বিরুদ্ধে।

ঘটনার ৪ মাসের মাথায় বেরিয়ে আসলো চাঞ্চল্যকর তথ্য। ট্রাকের ধাক্কায় না চড়ে থাকা হপারের নিচে পড়ে তার মৃত্যু হয়। সেসময় ঘটনা ধামাচাপা দিয়ে ফেলে সাথে থাকা কামাল ও বাহার নামের দুইজন।

নিহতের পরিবারের দাবি সাথে থাকা দুইজন কামাল ও বাহার পরিকল্পিতভাবে তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে হত্যা করেছে। এ নিয়ে এলাকায় সালিস বৈঠক হলে সেখানে কামাল ও বাহারের কথায় সন্দেহ আরো ঘনিভূত হয়।

পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম মানুষকে হারিয়ে তিন সন্তান নিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে মৃত আক্তারুলের স্ত্রী সাহিনা খাতুন। এই সুযোগটি কাজে লাগানোর জন্য কামাল সাহিনাকে ৬০ হাজার টাকা নিয়ে বিষয়টি চেপে যাওয়ার কথাও বলে।

গাংনীর হিজলবাড়ীয়ার গ্রামের আক্তারুল ইসলাম এর স্ত্রী সাহিনা খাতুন বলেন, গত বছরের ৫ অক্টোবর হিজলবাড়ীয়া গ্রামের আশরাফুল ইসলামের ছেলে কামাল ও গোপালপুর গ্রামের মৃত ইসলামের ছেলে বাহার আলী আমার স্বামী আক্তারুলকে সাথে নিয়ে সিরাজগজ জেলার তালাশ নামক এলাকায় যায় গম মাড়াই হপার মেশিন কেনার জন্য। মেশিন কিনে ফিরে আসার সময় গাংনী উপজেলা বাওট গ্রামের আব্দুল গনি ডিগ্রী কলেজের কাছে হপার গাড়ী থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে মেরে ফেলে। পরে তার লাশ ফেলে হপার গাড়ী নিয়ে পালিয়ে কামাল ও বাহার। আমি ফেসবুক ব্যবহার কারী দের মাধ্যমে জানিতে পারি যে আমার স্বামীর লাশ বাওট গ্রামের আব্দুল গনি ডিগ্রী কলেজের কাছে পড়ে আছে। পরে গাংনী থানা পুলিশ লাশ উদ্ধার করে মেহেরপুর মর্গে পাঠায়।

সাহিনা খাতুন আরো জানান, আমার স্বামীর লাশ ফেলে রেখে কামাল হোসেন ও বাহার আলী রক্তাক্ত হপার গাড়ী নিয়ে পালিয়ে জোড়পুকুরে এক আত্মীয়র বাড়ি যায়। সেখানে গাড়ীতে রক্ত দাগ দেখে বাড়ীর মালিক তাদের চলে যেতে বলে। সেখান থেকে ফিরে ভোমরদা গ্রামের কামাল হোসেনের দুসম্পর্কের এক ভাইরার বাড়িতে চার দিন অবস্থান করে।

ঘটনার চার দিনের মাথায় আমার স্বামীর মৃত্যুর জন্য দোয়ার আয়োজনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। এমন সময় সংবাদ পেলাম আমার স্বামীর

মৃত্যু বিষয়ে আশমত আলীর বাড়িতে সালিশ হচ্ছে। সেখানে আমি উপস্থিত হই এসময় কামাল জনরোসে পড়ে স্বীকার করে আক্তার তাদের হপার গাড়ির নিচে পড়ে মারা গেছে।

পরে কামাল আমার বাড়িতে এসে আমাকে ৬০ হাজার টাকা দিতে যায়। কিন্তু সে টাকা আমি ফেরত দিই।

এরই মধ্যে কামাল ও বাহার পুলিশ প্রশাসন ম্যানেজ করে হত্যাকে আত্মহত্যা বলে কাগজপত্রে আমাদের সাক্ষর করে নেই।

নিহতের বড় ছেলে শাকিল হোসেন বলেন, আমাকে পুলিশের মাধ্যমে থানায় নেওয়া হয়। পরে একটি কাগজে সাক্ষর করতে বলে। আমি না বুঝে সাক্ষর করে দিই। পরে আমরা আসল ঘটনা জানতে পেরে আদালতের মাধ্যমে ঘটনার তদন্ত দাবি করেছি।
এদিকে অভিযুক্ত কামাল হোসেনের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, আমরা ৩ জন একই গাড়ীতে ছিলাম। কিন্ত আক্তার কে ট্রাকে ধাক্কা মারে ।এসময় সে নিচে পড়ে গিয়ে তার মাথার উপর দিয়ে চাকা চলে যায়।

তবে বাহার আলী এই বিষয়ে কথা বলতে রাজি হননি।

মামালার তদন্তকারী কর্মকর্তা গাংনী থানার এসআই মকবুল হোসেন জানান, আমাদের কাছে অভিযোগ এসেছিল অজ্ঞাত ট্রাকের বিরুদ্ধে। আমি সে মোতাবেক তদন্ত করেছি। বিভিন্ন সিসি টিভি ফুটেজসহ স্থানীয় বেশ কিছু সাক্ষিদের সাক্ষ্য গ্রহন করে তদন্ত রিপোর্ট দাখিল করি। এখন যে বিষটি উঠে আসছে সে বিষয়ে আমার কোন কিছু জানা নেই।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওবাইদুর রহমান জানান, আক্তারুল ইসলামের মৃত্যু ট্রাকের ধাক্কাতেই হয়। নিহতের পরিবার থেকে যে অভিযোগ করা হয়েছে তা ঠিক নয়।

আলমডাঙ্গায় বিভিন্ন সংস্কৃতি

পরিষদের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত

আলমডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদ ও গাঙচিল সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে মহান আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে শহরের খান কমিউনিটি সেন্টারে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

সভায় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ওমর আলী মাষ্টারের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাহিত্যিক আনোয়ারুল ইসলাম সাগর, প্রভাষক আসিফ জাহান, আ.ফ.ম. সিরাজ সামজি।

খন্দকার হামিদুল ইসলামের উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন আলমডাঙ্গা উপজেলা গাঙচিল সাহিত্য পরিষদের সভাপতি কবি ও শিক্ষক এম. জামিরুল ইসলাম খান (জামিল), কবি গোলাম রহমান চৌধুরি, কবি হাবিবুর রহমান মজুমদার, কবি মনিরিজ্জামান প্রমুখ।
সভায় কবিতা আবৃত্তি, আলোচনা সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান করা হয়েছে।

মেপ্র/আরপি

আলমডাঙ্গায় আওয়ামীলীগ নেতার শয্যাপাশে উপজেলা চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন

আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সাম্পাদক কাজী রবিউল হক হ্নদরোগে আক্রান্ত। তাকে দেখতে আসেন আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি উপজেলা চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন।

সম্প্রতি ঢাকায় অবস্থান কালে এক সময়ের তুখোড় ছাত্রলীগ নেতা, ৯০

এর গণ আন্দোলনে নেতৃত্বদান কারি তৎকালিন ছাত্রলীগের সভাপতি, ১৯৭১ সালে আলমডাঙ্গা মুজিব বাহীনি কমান্ডার কাজী কামালের ছোট ভাই বর্তমান আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কাজী রবিউল হক হ্নদরোগে আক্রান্ত হয়ে ঢাকা বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজের কার্ডিওলজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডা: রেজাউল হক বুলবুলের অধিনে চিকিৎসা ধীন অবস্থায় ভারতের টাটা বিড়ালা হার্ড রিসোর্স সেন্টারের হ্নদ রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার শুভ দত্তের অধিনে চিকিৎসাধীন আছে।

তার পরিক্ষা করার পর ডাক্তার তাকে সম্পুর্ণ বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। সে মোতাবেক সে ভারত থেকে বাড়ী আসলে গতকাল সন্ধায় উপজেলা চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আইয়ব হোসেন তাকে দেখতে তার বাবুপাস্থ বাসভবনে যান, এবং স্বাস্থের খোজখবর নেন। তার সর্যাপর্শে বেশ কিছু সময় অতিবাহিত করেন।

তার স্ত্রী সাবেক পৌর কাউন্সিলর নাসিমা পারভীন বিউটি এবং এক মাত্র কন্যা অ্যাড. স্নিগ্ধা, আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু, ডা: হেলাল, আব্দুর রশিদ, আজিজুুল হক, দৈনিক সময়ের সমীকরনের আলমডাঙ্গা অফিস প্রধান হামিদুুল ইসলাম আজম ও পৌর কাউন্সিলর কাজী আলী আসগার সাচ্চু।

এ সময় উপজেলা চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন তাকে আস্বাস দেন যেন দুশ্চিন্তা না করে, আমরা সব সময় তোমার পাশে থাকব।

মেপ্র/ আরপি

ঝিনাইদহে আন্তর্জাতিক মার্তৃভাষা দিবস পালিত

যথাযোগ্য মর্যাদায় ও নানা কর্মসুচির মধ্য দিয়ে ঝিনাইদহে আন্তর্জাতিক মার্তৃভাষা দিবস পালিত হয়েছে।

এ উপলক্ষে রাত ১২ টা ১ মিনিটে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য

অর্পণের মধ্য দিয়ে মহান ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়।

একে একে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন, ঝিনাইদহ-২ সংসদ সদস্য তাহজীব আলম সিদ্দিকী (সমি), ঝিনাইদহ ও মাগুরা সংরক্ষিত নারী সংসদ সদস্য খালেদা খানম, জেলা প্রশাসক সরোজ কুমার নাথ, পুলিশ সুপার মো: হাসানুজ্জামান পিপিএম, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান কনক কান্তি দাস।

এছাড়াও জেলা আওয়ামী লীগ, উপজেলা আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ, জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, সিভিল সার্জন অফিস, ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব, বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন, অন্যান্য রাজনৈতিক দল, ঝিনাইদহ জেলা বাস-মিনিবাস মালিক সমিতি আহ্বায়ক ইকরামুল হক কিকু, সদস্য আবু সাইদ বিশ্বাস, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক ছাত্রছাত্রী সহ নানা শ্রেণী-পেশার মানুষ শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন।

এসময় শহীদ মিনার চত্ত্বরে হাজারো মানুষের ঢল নামে। এছাড়াও দিনব্যাপী আলোচনা সভা বই মেলা, চিত্রাংকন প্রতিযোগীতাসহ নানা কর্মসুচি পালিত হয়।

সেপ্র/আরপি

ঝিনাইদহে ৮১৫ কিলোমিটার খালে ৭৮৮ জন দখলদার

ঝিনাইদহে জিকে সেচ প্রকল্পের ৮১৫ কিলোমিটার খালে বর্তমানে ৭৮৮ জন দখলদার রয়েছে। যারা খালের জায়গা দখল করে তার উপর দোপানপাট, ঘরবাড়ি এমনকি পাড় কেটে চাষাবাদও শুরু করছেন। বড় বড় ভবনও গড়ে তোলা হয়েছে এই খালের জায়গায়। অনেক স্থানে বোঝার উপায় নেই এখানে একটি খাল ছিল।

পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃপক্ষ বলছেন তারা দখলদার সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন, এখন উচ্ছেদ পক্রিয়া। যা খুব দ্রুতই করা হবে বলে জানান কর্মকর্তারা। আর দখলদারদের কথা এই খাল আর কখনও তার হারানো

যৌবন ফিরে পাবে না, খালের বুকে পানি থৈ-থৈ করবে না। তাই মরা খালের জায়গা তারা ব্যবহার করছেন।

প্রসঙ্গত, দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ৪ জেলার ১৫ টি উপজেলায় কৃষকের জমিতে চাষাবাদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেচ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। এই সেচ প্রকল্প বাস্তবায়নে কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ ও মাগুরা জেলার উপজেলা গুলোতে সেচ খাল খনন করা হয়। যার প্রথম কাজ শুরু হয় ১৯৫৫-৫৬ অর্থবছরে। ১ লাখ ৯৭ হাজার ৫ শত হেক্টর জমি সেচ ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসা হয়। এ সময় ঝিনাইদহ জেলার হরিনাকুন্ডু, শৈলকুপা ও সদর উপজেলাতে খাল খনন করা হয়। যার পরিমান ছিল ৮১৫ কিলোমিটার।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এটি ছিল গঙ্গা- কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প। কুষ্টিয়ার নিচে গঙ্গা থেকে পানি তুলে যশোরের কপোতাক্ষ পর্যন্ত পৌছানোর কথা ছিল। কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় অবস্থিত পাম্প হাউজ থেকে পানি সরবরাহ করা হয়। কিন্তুু ঝিনাইদহ এসে প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। কপোতাক্ষ পর্যন্ত সেচ খাল খনন সম্ভব হয়নি।

১৯৬৫ সালে প্রথম পানি প্রবাহ শুরু হয়। প্রায় ২ লাখ হেক্টর জমিতে সেচ দেওয়ার পরিকল্পনা থাকলেও পরবর্তীতে তা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে ঝিনাইদহের ১৮ হাজার হেক্টর জমিতে সেচ কার্যক্রম চলছে।

হরিনাকুন্ডু ও শৈলকুপার একাধিক কৃষক জানান, ৯০ দশকের পর এই খালের গুরুত্ব কমতে থাকে। অনেক স্থানে তখন ঠিকমতো পানি প্রবাহ ছিল না। আবার খালটি দীর্ঘ সময় সংস্কার না করায় ভরাট হয়ে গিয়েছিল। আর এই সুযোগটি নেয় দখলদাররা। তারা পানি প্রবাহ বন্ধ দেখে খালের জমি দখল করতে শুরু করে। এভাবে একে একে খালের অনেক জায়গা দখল হয়ে গেছে।

ঝিনাইদহ পানি উন্নয়ন বোর্ড অফিসে খোজ নিয়ে দখল হয়ে যাওয়া জমির পরিমান মেলানো সম্ভব হয়নি। শুধুমাত্র হরিনাকুন্ডু আর শৈলকুপা উপজেলায় ৭৮৮ জন দখলদারের সন্ধান মিলেছে।

যার মধ্যে শৈলকুপা উপজেলায় রয়েছে ৬০৬ জন, আর হরিনাকুন্ডু উপজেলার রয়েছে ১৮২ জন। এরা দখল করা জমিতে বাড়ি-ঘর, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নির্মান করেছেন। অনেকে খাল কেটে জমি সমতলা বানিয়ে সেখানে চাষাবাদ করছেন।

হরিনাকুন্ডু ও শৈলকুপা উপজেলার বেশ কিছু এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, বেশ কিছু স্থানে খাল সম্পূর্ণ ভরাট হয়ে গেছে। আবার অনেক স্থানে দখলের পর দখল হয়েছে।

হরিনাকুন্ডু উপজেলার রামচন্দ্রপুর গ্রামে গিয়ে দেখা যায় ওই গ্রামের সিরাজুল ইসলাম খালের উপর বাড়ি নির্মান করেছেন। যে স্থানটি দেখে বোঝার কোনো উপায় নাই এখানে এক সময় খাল ছিল। বাড়ির মহিলারা অবশ্য স্বীকার করেন এই স্থানে খাল ছিল, তবে এখন খালের কোনো কার্যক্রম না থাকায় তারা বাড়ি তৈরী করে বসবাস করছেন বলে জানান।

একই উপজেলার সাতব্রীজ নামক স্থানে খালের উপর দোকান করেছেন রবিউল ইসলাম। তিনি জানান, দোকানটি বেশ কয়েকদফা বেচাকেনা হয়েছে। সর্বশেষ তিনি এই দোকান নিয়ে সেখানে ব্যবসা করছেন।

বরিশখালী গ্রামের আনোয়ার হোসেন জানান, খাল এখন আর কোনো কাজে আসে না। যে কারনে তার মতো অনেকে দখল করেছেন। সরকার খাল খনন করলে তারা দখল ছেড়ে দেবেন। পড়ে থাকার কারনে গ্রামের মানুষগুলো ব্যবহার করছেন।

শৈলকুপা উপজেলার খাল দখল হয়েছে সবচে বেশি। এই উপজেলার ধলহরাচন্দ্র ইউনিয়ন এলাকায় ২৬৫ জন দখলদার রয়েছে।
এছাড়াও সারুটিয়া ইউনিয়ন এলাকায় ১৭৮ জন, হাকিমপুরে ৯৬ জন ও পৌরসভা এলাকাতে রয়েছে ৬৭ জন দখলদার রয়েছে।
যারা বছরের পর বছর এভাবে খালের জায়গা দখল করে রয়েছেন। তারা খাল দখল করে সেখানে স্থাপনা গড়ে তুলতে মাটি দিয়ে ভরাটও করেছেন।

কাতলাগাড়ি এলাকার মতিয়ার রহমান জানান, এক সময় খাল তাদের অনেক উপকারে এসেছে। এই খালে পানি ছাড়া হতো যা দিয়ে তারা চাষাবাদ করতেন। কিন্তুু গত ২ দশকের বেশি সময় ঠিকমতো পানি পাওয়া যায় না। যে কারনে খালগুলো দখল হয়েছে। তবে দখলদাররা অনেকেই খাল পুনঃরায় খনন করে সেচ ব্যবস্থা সচল রাখতে পারলে তারা উপকৃত হবেন বলে জানিয়েছেন।

এ বিষয়ে পানি উন্নয়ন বোর্ডের এস.ও খুরশিদ শরিফ জানান, গঙ্গা- কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পটি পুর্বের মতো না থাকলেও এখনও চালু রয়েছে। তারা ১৮ হাজার হেক্টর জমিতে সেচ দিচ্ছেন। বছরে একর প্রতি মাত্র ৫ শত টাকায় পানি পাচ্ছেন কৃষকরা।

তবে যেখানে প্রকল্পটি চালু রেখেছেন তা খুবই কষ্ট করে রাখা হয়েছে। কৃষকরা ঠিকমতো সেচ বিল দেন না। আবার খালগুলো ভালো না থাকায় পানির অপচয় হয়ে থাকে। যে কারনে কৃষকের জমিতে পানি পৌছানোর ব্যবস্থা করতে অনেক বেগ পেতে হয়।

তিনি বলেন, লাইনিং পদ্ধতিতে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করলে কৃষক ঠিকমতো পানি পাবে। সেচ প্রকল্প বাঁচিয়ে রাখতে হলে খালে দখলদার উচ্ছেদ জরুরী বলে জানান তিনি।

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী আহসান হাবিব সাংবাদিকদের জানান, তারা দ্রুত অবৈধ উচ্ছেদের জন্য কাজ করছেন। ইতিমধ্যে বিষয়টি উচ্চ পয়ায়কে অবহিত করা হয়েছে। আশা করছেন দ্রুতই উচ্ছেদ অভিযান শুরু হবে।

মেপ্র/আরপি